KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol- 4 ● Issue- 03 ● Bardhaman ● 15 July 2026 ● Rs. 2.00 (Four Pages)

এক নজরে

● রেশন কার্ডের ধরন যাই হোক না কেন,আয়ুষ্মান কার্ড পাবেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী,সহায়িকা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা।

● ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়াদের জন্য হাসপাতালে চাই পৃথক বিভাগ,শিক্ষা এবং কাজের ক্ষেত্রেও চাই সমানাধিকার,তাদেরকেও ফিরিয়ে নিয়ে আসা দরকার সমাজের মূল স্রোতে।

● ধনেখালি থানার নতুন ওসি হলেন সুবীর গোস্বামী।

সাম্মানিক বাড়লো আইসিডিএস দিদিদের।আগষ্ট মাস থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা প্রতি মাসে ১৪০০০ টাকা এবং সহায়িকারা প্রতি মাসে ১১৮০০ টাকা করে সাম্মানিক পাবে বলে নির্দেশ জারি করে জানিয়ে দিল রাজ্য সরকার।

● অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদনকারীরা যাতে সহজে আবেদনের স্ট্যাটাস জানতে পারেন তার জন্য বিডিও অফিসে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে হেল্প ডেস্ক খোলার পরামর্শ দিল রাজ্য সরকার।

● জিএসটি প্রদানকারী পরিবারের সদস্য,৩ বা তার বেশি পাকা ঘর, অথবা ৫০ ডেসিমেলের বেশি জমি থাকলেও পাওয়া যেতে পারে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা।এসব ক্ষেত্রে ১৯ মে,২০২৬ এর সরকারি নোটিফিকেশন অনুযায়ী তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

● পাড়াতল ২ নং পঞ্চায়েত এলাকায় পথশ্রীর এখন হতশ্রী চেহারা।পাথর উঠে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।তৃণমূল আমলে জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ নং পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তার উন্নয়ন হোক বা না হোক,তৃণমূল নেতাদের পকেটের উন্নয়ন যে হয়েছে সেকথা বলাই যায়।রাস্তার বেহাল দশা দেখে অনেকেই বলাবলি করছেন,সবই কাটমানির মহিমা।

● যোগী রাজ্যের ছায়া এবার বাংলায়।বিচার শুরুর আগেই হয়ে গেল জমা খরচের হিসাব। তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি।

● ভুল তথ্য দিয়ে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা নিলেই পড়বেন বিপদে।টাকা পাওয়ার পরও ফিল্ড

(এরপর চারের পাতায়)

দশঘরা পূর্বপাড়ায় পিডব্লুডি'র জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের দশঘরা পূর্বপাড়ায় ১৭ নং রাস্তার পাশেই পুকুরের একাংশ গত বছর মে মাসে দশঘরা পূর্বপাড়ায় পুকুরের পাড় বাঁধানোর নাম করে দশঘরা-চুঁচুড়া ১৭ নং রাস্তার দিকে

বুজিয়ে পিডব্লুডি'র জায়গা দখল করে বেআইনিভাবে নির্মাণ কাজ করার অভিযোগ।সব কিছু দেখে শুনেও নির্বিকার ধনিয়াখালির বিএলআরও এবং পিডব্লুডি কর্তৃপক্ষ।বেআইনি নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে নেই কোনো প্রশাসনিক উদ্যোগ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এলআর ম্যাপে (এলআর দাগ নং ৫১১৩ পুকুর,দশঘরা শ্রীকৃষ্ণপুর মৌজা) পুকুরের রেকর্ডেড পাড় না থাকা সত্ত্বেও যখন এই পুকুরটির একাংশ বোজানোর অভিযোগ উঠেছিল তখনও আমরা খবর

(এরপর দুয়ের পাতায়)

সংস্কারের অভাবে রুদ্ধ ডাকাতিয়া খালের গতি

নিজস্ব প্রতিবেদন - সংস্কারের অভাবে রুদ্ধ ডাকাতিয়া খালের গতি।দীর্ঘদিন ধরে পূর্ণাঙ্গ সংস্কার না হওয়ায়

জামালপুর ব্লক এলাকায় ডাকাতিয়া খাল একদম মজে গেছে বলে অভিযোগ।ডাকাতিয়া খাল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্রীমানপুর পুল (জিরো চেন)থেকে শুরু হয়ে ধনেখালি,তারকেশ্বর,হরিপাল, জাঙ্গিপাড়ার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে হাওড়ার আমতার কাছে মাদারিয়া খালে মিশেছে বলে জানা গেছে।হুগলি জেলার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া অংশে খালটির আংশিক সংস্কার হলেও জামালপুর ব্লক এলাকায় দীর্ঘদিন খালরটির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ।ডাকাতিয়া খালের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার না হওয়ায় জামালপুর এলাকার শ্রীমানপুর,মথুরাপুর,গুড়েঘর সহ বেশ কিছু জায়গায় খালটি মজে গেছে। কচুরিপানা আর আগাছায় ভরে গেছে।খাল কোথাও সংকীর্ণ হয়ে গেছে,ডাকাতিয়া খাল তার অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে।সংস্কারের অভাবে যেমন রুদ্ধ হচ্ছে গতি তেমনি প্রতি বছর বর্ষায় দু'কুল উপচে প্লাবিত হচ্ছে চাষের জমি।ক্ষতি হচ্ছে চাষের। জামালপুর ব্লক এলাকায় ডাকাতিয়া খালটি সংস্কারের জন্য চাষীদের আবেদনের ভিত্তিতে জামালপুর বিধানসভার তৎকালীন বিধায়ক অলোক মাঝি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা গেছে।খালটি সংস্কারের জন্য তিনি সেচ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে চিঠিও দিয়েছিলেন ২০২৫ সালের ৯ এপ্রিল।কিন্তু তারপর আর কাজ কিছুই হয়নি।চাষীদের স্বার্থে জামালপুর ব্লক এলাকায় ডাকাতিয়া খালটি সংস্কারের জন্য এখনও পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি সেচ দপ্তর, অভিযোগ।অথচ এই সব এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ডাকাতিয়া খালের উপর নির্ভরশীল।ডাকাতিয়া খাল উপচে ফি বছর প্লাবিত হয় চাষের জমি। এলাকার চাষীদের স্বার্থে এবং নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক রাখতে এবং ডাকাতিয়া খাল বাঁচাতে দ্রুত ডাকাতিয়া খাল সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন,গতি ফিরে পাক ডাকাতিয়া খাল,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

পঞ্চায়েতের গাফিলতিতে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ার অভিযোগ,ক্ষুব্ধ মহিলা মহল

নিজস্ব প্রতিবেদন - পঞ্চায়েতে অফলাইনে জমা দেওয়া অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম এখনও পর্যন্ত অনলাইনে আপলোড করতে পারেনি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, অভিযোগ।আবেদনকারীদের অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করার জন্য পঞ্চায়েত থেকে বৃহস্পতিবার মাইকিং করে জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে। জুন মাসে অনলাইনে যারা আবেদন করেছেন তাদের অধিকাংশের ফর্ম পঞ্চায়েত থেকে এখনও ভেরিফিকেশন করা হয় নি বলেও অভিযোগ। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করা সত্ত্বেও পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যাদের ফর্ম রিজেক্ট হয়েছিল এবং বর্তমানে আন্ডার এনকোয়ারি'তে আছে তাদেরও বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে রি-ভেরিফিকেশনের কাজ এখনও শুরু হয়নি বলে অভিযোগ। প্রায় এক মাস আগে ফর্ম জমা দেওয়া সত্ত্বেও কেন এখনও পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে অনলাইনে

আপলোড করা হয় নি অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ? কেন এতদিন পর মাইকিং করা হচ্ছে ? পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কি এতদিন ঘুমাচ্ছিলেন ? অফলাইনে পঞ্চায়েতে ফর্ম জমা দেওয়ার সময় কেন বলা হল না নিজেদের উদ্যোগে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করার জন্য ? মানুষকে কেন এত হয়রানি করা হচ্ছে ? কেন বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে ভেরিফিকেশনের কাজ হচ্ছে না ? কি করছেন পঞ্চায়েতের অন্নপূর্ণা যোজনার ভেরিফিকেশনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ? কেন পঞ্চায়েত প্রধান বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদারকি করছেন না ? অন্নপূর্ণা যোজনাকে কেন্দ্র

(এরপর দুয়ের পাতায়)

ভোট আসে ভোট যায়,প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়। কিন্তু জামালপুর ব্লকের অমরপুরে পাকা পুল আর হয় না,কাঠের সেতু কাঠেরই রয়ে যায়।ফি বছর বর্ষায় দামোদরের জল বাড়লে কাঠের সেতু খুলে নিলে নৌকায় চলে ঝুঁকির পারাপার।অমরপুরে দামোদরের ওপর কংক্রিটের ব্রিজ কবে হবে ? উঠছে প্রশ্ন।

নামেই কৃষক বাজার,কিন্তু দেখা নেই কৃষকদের।সরকারি সহায়ক মূল্যে খারিফ মরসুমে চাষীদের কাছ থেকে ধান কেনা ছাড়া ধনিয়াখালি কিষাণ মান্ডিতে আর বিশেষ কিছুই হয় না বলে অভিযোগ।শুধু ধনিয়াখালি নয়,ধনিয়াখালি,জামালপুর সহ রাজ্যের প্রায় সব জায়গাতেই কিষাণ মান্ডির একই হাল,অভিযোগ।

খবর সোজাসুজি

Volume-4 ● Issue- 03 ● 15 July, 2026

হচ্ছেটা কী ?

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত মহিলা মহল,উত্তাল রাজ্য রাজনীতি।দিকে দিকে শুরু হয়েছে মহিলাদের বিক্ষোভ।বিভিন্ন পঞ্চায়েত, পৌরসভা এবং বিডিও অফিসেও এবার শুরু হয়েছে ডিম থেরাপি।ক্ষোভ প্রশমন করতে জায়গায় জায়গায় শুরু হয়েছে মাইকিং।অনলাইনে চেক করলে আবেদন পত্র কখন সাবমিটেড দেখাচ্ছে,কখনও আবার রিজেক্টেড দেখাচ্ছে।মহিলাদের ক্ষোভের আঁচ করে চাপে পড়ে এখন আবার সব আন্ডার এনকোয়ারি লেখা দেখাচ্ছে।অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম রিজেক্টেডের পর সেই যে আন্ডার এনকোয়ারি হয়েছে তার পর আর কোনো আপডেট নেই বলে বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ আসছে।অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে এসব হচ্ছেটা কী ? সরকারি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প নিয়ে এত ছেলেখেলা কেন ? সরকারি চাকরি করলেও অনেকের টাকা ঢুকেছে,কিন্তু অনেক গরীব মানুষের টাকা ঢোকেনি বলেও অভিযোগ।ঘন ঘন পাল্টাচ্ছে নিয়ম।আশা কর্মী,অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা,সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং প্যারা টিচাররা আপাতত পাবেন না অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা।এছাড়াও সরকারি কর্মচারী,পেনশনভোগী এবং ইনকাম ট্যাক্স প্রদানকারী ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদেরও আপাতত অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে।কিন্তু উপরিউক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ইতিমধ্যেই যারা টাকা পেয়ে গেছেন তাদের কি হবে ? তাদের কি এবার টাকা ফেরত দিতে হবে ? এ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই।সিভিক ভলেন্টিয়ারদের অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা আপাতত দেওয়া হবে না বলে জানানো হলেও ভিলেজ পুলিশদের সম্পর্কে কিছু বলা হল না।ভিলেজ পুলিশরা কি তাহলে এখন পাবে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ? এই প্রশ্নেরও কোনো সদুত্তর নেই।আশা কর্মীদের আপাতত অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া হবে না ঘোষণা হতেই ব্লকে ব্লকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন আশা কর্মীরা।অন্নপূর্ণা যোজনার ভেরিফিকেশনের কাজ করতে না চেয়ে এবং সকল মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন আইসিডিএস দিদিরাও।অন্ন পূর্ণা যোজনাকে কেন্দ্র করে প্রচন্ড অস্বস্তিতে রাজ্য সরকার।ব্যাকফুটে বিজেপি।দু'মাসের মধ্যেই মোহভঙ্গ মহিলাদের,প্রচন্ড ক্ষিপ্ত মহিলা মহল।এখনও পর্যন্ত সব লক্ষী অন্নপূর্ণা হতে পারলেন না,যদিও সব অন্নপূর্ণা'ই লক্ষী ছিলেন।

সাবধান

বুথস্তরে বিজেপির মজবুত সংগঠন না থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছে, মোদীজী এবং শুভেন্দু অধিকারী'র ওপর ভরসা করেছে।তৃণমূলের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি এবং অত্যাচার অবিচারের হাত থেকে বাঁচতে বাংলার মানুষ উজাড় করে ভোট দিয়েছে বিজেপিকে।তৃণমূলকে সমূলে উৎপাটন করে গোড়ায় কেরোসিন ঢেলে দিয়েছে বাংলার মানুষ।আর ৪ তারিখের পর পাঁচিলে বসে থাকা কিছু দুর্নীতি পরায়ন ব্যক্তি গলায় গেরুয়া গামছা দিয়ে রাতারাতি বিজেপি হয়ে গেছে।তারাই যে 'আসল বিজেপি'এটাই প্রমাণ করার মরিয়া চেষ্টা আর কি ! তারাই আবার মানুষকে চমকাচ্ছে ধমকাচ্ছে বলে অভিযোগ আসছে।কয়েক দিন আগে পর্যন্ত যিনি বলছিলেন বিজেপির তৃণমূলীকরণ হবে না,তৃণমূলীদের জন্য দরজা বন্ধ,তিনিই আবার হাট করে দরজা খুলে দিলেন।তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন সুখেন্দু শেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক।বিজেপিতে যোগ দিয়েই পেলেন রাজ্যসভার টিকিট।এখন তিনি আবার বলছেন নিচুতলায় বিজেপির তৃণমূলীকরন হবে না।উপর তলায় রাঘব বোয়ালদের জন্য দরজা খোলা,আর নিচু তলায় দরজা বন্ধ ? এটা আবার হয় নাকি ? দুর্নীতি পরায়ন নেতা নেত্রীরা গা বাঁচাতে এদিক ওদিক করছেন।আজ যিনি তৃণমূল কাল তিনি বিজেপি।মানুষ বিভ্রান্ত।তৃণমূলী নেতারাই এখন বিজেপির নেতা।রাতারাতি ভোল বদল।এই সব দলবদলু নেতা নেত্রীদের তো এবার গলায় পোস্টার ঝুলিয়ে ঘুরতে হবে তিনি কোন্ পার্টি করেন।তা না হলে মানুষ বুঝবেন কি করে তিনি বর্তমানে কোন্ দলে আছেন,তৃণমূল না বিজেপি ? এই সব ব্যক্তিদের থেকে এখনি সাবধান হয়ে যান।তৃণমূলের জুতোতে পা গলাবেন না।মানুষ কিন্তু সব দেখছে।এমন কাজ করবেন না যাতে মানুষের ভরসায় চিড় ধরে।মানুষের আস্থা যদি অর্জন করতে না পারেন তাহলে তৃণমূলের মতো আপনাদেরও কিন্তু ছুঁড়ে ফেলে দেবে,শুধু সময়ের অপেক্ষা।তাই সময় থাকতে সাবধান হোন।হম্বিতম্বি না করে মানুষকে সম্মান দিন।জনতা জনার্দনের রায়ই তো শেষ কথা,তাই না ?

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন সুখেন্দু শেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক।

চতুরঙ্গ

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

১

দল বদলে আগের নেতাই
শাসন যদি করে
পালটে দিতে সাচ্চা মানুষ
ঝান্ডা কেন ধরে ?

২

ট্রেন ফুটপাত সবই গেলো
হকার এখন বেকার,
ডিম থেরাপির ব্যস্ততাতে
খবর রাখে কে কার !

৩

ঘৃণ্য খুনি নরপিশাচ
বার্তা পেলো তারা-
জমা হলেই খরচা হবে,
দিনেই খাতা সারা !

৪

বললো সেদিন পাঁচু খুড়ো
''দ্যাখ্ বাঙালী দ্যাখ্
মুছলি যে রঙ
আঁকলি যে রঙ
উপর তলায় এক !''

আমার জন্ম

সজল চক্রবর্তী

এই দেশে প্রায় সকলেই বলে,
'' আমার জন্ম এক
উদাসীন বাপের ঘরে !''
আরো বলে,
''প্রোথিত শিকড়ে ছিলো না ঘ্রাণ;
না ছিলো সংস্কৃতি,
না ছৌ-নাচ ;
যা-ছিলো, তা শুধু
আ-সন্ধ্যা ভাতের সন্ধান !''

বারুইপুর কান্ডের প্রতিবাদে ন্যায়বিচারের দাবিতে মোমবাতি হাতে পথে নামলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের অন্তর্গত অমরপুর নীলবীণা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে অমরপুরে গত রবিবার ৫ জুলাই পালিত হল বাংলার প্রথম কৃষি বিদ্যালয়ের স্থপতি রায়বাহাদুর মন্মথনাথ পালের ১৫৪ তম জন্মদিন।

(প্রথম পাতার পর) **পঞ্চায়েতের গাফিলতিতে অন্নপূর্ণা যোজনার**

করে টাকা না পাওয়া মহিলাদের ক্ষোভ উসকে দিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকারের বদনাম করার জন্য কি পরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।অনলাইন এবং অফলাইনে ফর্ম জমা দেওয়া সত্ত্বেও টাকা না পেয়ে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ মহিলা মহল,ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার মানুষের মধ্যে।যেকোনো সময় পঞ্চায়েতে আছড়ে পড়তে পারে জনরোষ।

(প্রথম পাতার পর) **পিডব্লুডি'র জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ**

করেছিলাম।খবর সোজাসুজি'তে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ব্লক প্রশাসন থেকে করা হয়েছিল তদন্ত, সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছিল পুকুর বোজানোর কাজ। মাটি ফেলে পুকুরের ভরাট করা অংশ থেকে মাটি তুলে ফেলা হবে বলেও তখন ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছিল। কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেলেও পুকুরের বুজিয়ে ফেলা অংশ থেকে মাটি তুলে ফেলা হয়নি।ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের কয়েক মাস আগে থাকতেই আবার পুকুরের বোজানো অংশ থেকে পিলার তুলে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় বলে অভিযোগ।পিচ রাস্তা থেকে দু'তিন ফুট জায়গা ছেড়ে ইট দিয়ে জায়গাটা আবার ঘিরে রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ।যদিও পিচ রাস্তা থেকে পুকুরের মধ্যে প্রায় ৭০/৮০ ফুট জায়গা পিডব্লুডি'র বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।কিন্তু সব দেখে শুনেও হাত গুটিয়ে বসে আছে বিএলআরও এবং পিডব্লুডি কর্তৃপক্ষ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পিডব্লুডি'র জায়গা দখল করে ব্যস্ত রাস্তার পাশেই কাদের মদতে হচ্ছে বেআইনি নির্মাণ কাজ ? কে দিল পারমিশন ? মাথায় কার হাত ? কারা পিডব্লুডি'র জায়গা বেআইনিভাবে দখল করে প্লটিং করে বিক্রি করলো ? মাস্টার মাইন্ড কে ? জিরো টলারেন্স নীতি মেনে দুর্নীতিবাজদের ধরতে এখনও কেন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না প্রশাসন ? অনেক জায়গাতেই তো বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে বুলডোজার চলছে, তাহলে কেন বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে বুলডোজার চলছে না দশঘরাতে ? এই সব প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বেআইনি নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক প্রশাসন,পুকুরের একাংশ বুজিয়ে পিডব্লুডি'র জায়গায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে দশঘরাতেও চলুক বুলডোজার, চাইছেন এলাকার মানুষজন।

জামিন পেলেন মহম্মদ হানিফ সহ গুড়াপের ৬ তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন - ঘরবাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত ৬ তৃণমূল কর্মীর জামিন মঞ্জুর করল আদালত।২০১৮ সালের ১৪ অক্টোবর অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগে গত বুধবার সন্ধ্যায় গুড়াপ থানা এলাকা থেকে মহম্মদ হানিফ সহ ৬ তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করে গুড়াপ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ১ জুলাই,২০২৬ গুড়াপ থানায় ধৃতদের বিরুদ্ধে লুটপাট,ঘরবাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ সহ একাধিক অভিযোগ দায়ের করেন ধনেখালির বিজেপি যুব মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি মনোজিৎ গুঁই।অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেন অভিযুক্তরা।তৃণমূল করার কারণেই তাদের ধরা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ধৃত ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ হানিফ।এ বিষয়ে ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র বলেন,''আইন আদালতের ওপর আমাদের পুরো আস্থা আছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চলছে। মিথ্যা কেস দিয়ে তৃণমূলকে দমানো যাবে না।'' ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হলে ধৃত ৬ অভিযুক্তের মধ্যে ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ হানিফ,গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য জয়ন্ত হাজরা ও চন্দন কুমারকে ৩ দিনের পুলিশ হেফাজত এবং ধৃত অপর অভিযুক্ত আনন্দ ব্যানার্জী,রবীন পাল ও রবীন মুখার্জীকে ৩ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।রবিবার ফের ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিনের আবেদন নাকচ করেন এবং গত মঙ্গলবার ৭ জুলাই, ২০২৬ শুনানির দিন ধার্য করেন।৭ জুলাই,মঙ্গলবার মহম্মদ হানিফ সহ ধৃত ৬ তৃণমূল কর্মীকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে

শুভেন্দুকে শুভেচ্ছা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন - তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল তৃণমূল।দম্ভ চূর্ণ মমতার। দু'মাস পর হার স্বীকার করলেন তিনি।শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। ভালো কাজ করলে সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিলেন তিনি।গা বাঁচাতে সবাই যখন 'ভালো তৃণমূল' সেজে শাসকদলের আস্থাভাজন হচ্ছেন তখন মমতা ব্যানার্জিই আর বাদ থাকেন কেন ? শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ভাইপোকে যদি বাঁচানো যায় সেই চেষ্টাই হয়তো তিনি করছেন বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

ধনেখালি বিডিও অফিসে তুমুল বিক্ষোভ আইসিডিএস দিদিদের।অন্নপূর্ণা যোজনার ভেরিফিকেশনের কাজ করতে না চেয়ে ধনেখালি বিডিও অফিসে সিডিপিও এবং বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন আইসিডিএস দিদিদের।

পণের দাবিতে গৃহবধূকে পুড়িয়ে খুন,স্বামী-শ্বশুরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ,দক্ষ তদন্তে মিলল বিচার

নিজস্ব সংবাদদাতা - অতিরিক্ত পণের দাবিতে গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় স্বামী ও শ্বশুরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল চুঁচুড়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের তৃতীয় আদালত। সম্প্রতি মগরা থানার মামলা নং ১৭৩/২০২২-এ এই রায় ঘোষণা করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,২০২০ সালের ৩০ নভেম্বর মধুমিতা সোলাঙ্কির সঙ্গে বিনীত কোনাইয়ের বিয়ে হয়।অভিযোগ, বিয়ের সময় পণ দেওয়া হলেও পরে আরও পণের দাবিতে মধুমিতার উপর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন।২০২২ সালের ২৭ মে গুরুতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মধুমিতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।মৃত্যুর আগে দেওয়া জবানবন্দিতে তিনি অভিযোগ করেন,তার স্বামী বিনীত কোনাই তার শরীরে কেরোসিন ঢেলে দেন এবং শ্বশুর বিশ্বনাথ কোনাই দেশলাই জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১১ জুলাই,২০২২ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।তদন্তে ঘটনাস্থল থেকে কেরোসিন ভর্তি বোতল, দেশলাই,পোড়া পোশাকসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও মৃত্যুকালীন জবানবন্দি, চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন, সাক্ষীদের বয়ান ও অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ, ৪০৬, ৩০২, ৩০৪বি, ৩৪ ধারা এবং পণ নিষেধ আইন, ১৯৬১-এর ৪ ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করে।দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া শেষে আদালত অভিযুক্ত বিশ্বনাথ কোনাই ও বিনীত কোনাইকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা,অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন।এই মামলার তদন্ত করেন দক্ষ অফিসার এসআই কৌশিক দত্ত,যিনি বর্তমানে গুড়াপ থানার ওসি।সরকারি পক্ষের হয়ে মামলাটি পরিচালনা করেন আইনজীবী প্রশান্ত আগরওয়াল।এই রায়কে নারী নির্যাতন,পণপ্রথা ও বধূ-হত্যার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগে

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত কংসারীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অর্ধেন্দু শেখর ঘোষের বিরুদ্ধে ছাত্র ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে অভব্য আচরণ এবং স্কুল চলাকালীন সময়ে পরকীয়ার অভিযোগ পার্শ্ববর্তী এক মহিলার সঙ্গে।প্রধান শিক্ষকের অপসারণ চেয়ে উত্তাল কংসারীপুর।ভয়ে দীর্ঘদিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকার পর গত সোমবার হঠাৎ স্কুলে উপস্থিত হয়ে উপস্থিতির খাতায় সই করতে গেলে বাধা দেন অভিভাবকরা।নিমেষেই উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে জনরোষের হাত থেকে উদ্ধার করে গুড়াপ থানার পুলিশ। কংসারীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে সরানোর দাবিতে ইতিমধ্যেই গুড়াপ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শকের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। যদিও সব কিছু জেনে শুনেও হাত গুটিয়ে বসে আছেন ব্লক এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তারা।প্রশ্নের মুখে শিক্ষা বন্ধু এবং স্কুল পরিদর্শকের ভূমিকা।এ বিষয়ে জানতে চেয়ে গুড়াপ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক গৌরব মিশ্র'র সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।প্রায় আড়াই মাস হতে চললো,গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরও এখনও পর্যন্ত কেন অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

কর্মতীর্থ নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি বাসস্ট্যান্ডে 'কর্মতীর্থ' ঘর পাওয়ার নিয়ম কি ? সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ঘর নিতে গেলে তো কোনো টাকা লাগে না,রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসে মাসে দু'একশো টাকা করে দেবার কথা।কিন্তু এখানে তো ভাড়াও দিতে হচ্ছে,ইলেকট্রিক বিলও দিতে হচ্ছে,আবার রক্ষণাবেক্ষণের খরচও দিতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।ভাড়ার টাকা এবং রক্ষণাবেক্ষণের টাকা কারা নিচ্ছে ? কার সঙ্গে কত টাকা করে নেওয়া হচ্ছে ? কি শর্তে ঘর দেওয়া হয়েছে ? সব কিছুই প্রকাশ্যে আসা দরকার।বেকার ছেলে মেয়েরা ব্যবসা করার জন্য ঘর পাচ্ছে না, আর ধনেখালি বাসস্ট্যান্ডে কর্মতীর্থে অনেক ঘর বন্ধ হয়ে পড়ে আছে বলে অভিযোগ।যারা ব্যবসা করার জন্য ঘর নিয়েছে কিন্তু ব্যবসা না করে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দিয়েছে তাদের কাছ থেকে ঘর ফেরত নিয়ে কেন বেকার ছেলে মেয়েদের ব্যবসা করার জন্য সেই ঘর গুলো দেওয়া হচ্ছে না ? স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অবিলম্বে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে কর্মতীর্থ সম্পর্কে সব তথ্য প্রকাশ্যে নিয়ে আসুক ব্লক প্রশাসন, চাইছেন এলাকার মানুষজন।

রেফার রোগে আক্রান্ত ধনিয়াখালি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন - রেফার রোগে আক্রান্ত ধনিয়াখালি হাসপাতাল। নামেই স্টেট জেনারেল হাসপাতাল,নেই ভালো চিকিৎসা পরিষেবা,নেই ব্লাড ব্যাংক,রোগীর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তো আছেই।ধনিয়াখালি হাসপাতালে রোগী নিয়ে গেলেই যেকোনো অজুহাতে চুঁচুড়া কিংবা বর্ধমানে রেফার করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।উন্নত হোক ধনিয়াখালি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা,গড়ে উঠুক ব্লাড ব্যাংক, অবিলম্বে বন্ধ হোক রেফার রোগ ও রোগীর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

সরকারি রাস্তা দখল করে বেআইনিভাবে নির্মাণ কাজ করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন - সরকারি রাস্তা দখল করে বেআইনিভাবে নির্মাণ কাজ করার অভিযোগ ধনেখালির দশঘরা শিরোমণি পাড়ার মাধব নাগ নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।এর পূর্বেও তার বিরুদ্ধে নিকাশি ড্রেন ভরাট করে নির্মাণ কাজ করার অভিযোগ উঠেছিল।পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানিয়েও তখন কোনো কাজ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।বর্তমানে তিনি আবার সরকারি রাস্তার জায়গা দখল করে প্রাচীর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে অভিযোগ।ইতিমধ্যেই গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েতে জমা পড়েছে অভিযোগ।প্রচন্ড ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।রাস্তা ছেড়ে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছাড় দিয়ে মাপজোক করে হোক নির্মাণ কাজ, চাইছেন এলাকার মানুষজন।

সরকারি জায়গা দখল করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি ব্লকের কানানদী কাঁকড়াখুলি মোড় সংলগ্ন

এলাকায় সোমসপুর ২ নং পঞ্চায়েতের অদূরে ১৭ নং রাস্তার পাশেই সরকারি জায়গায় নয়নজুলির ওপর কংক্রিটের পিলার তুলে বেআইনিভাবে নির্মাণ কাজ চলছে বলে অভিযোগ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।এ বিষয়ে বিজেপির ধনেখালি ৫ নং মন্ডলের সভাপতি হরিভক্ত মন্ডলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান,''বিষয়টি শুনেছি।পঞ্চায়েত থেকে জানতে চেয়েছি পারমিশন আছে কি না ? পুলিশ প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে।সরকারি জায়গা দখল করে কেউ বেআইনি নির্মাণ করলে তা কখনোই বরদাস্ত করা হবে না।''

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

চুরি হওয়া ২৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করল হরিশচন্দ্রপুর থানার পুলিশ,গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা - গত ৩০ জুন ২০২৬ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার উদয়পুর এলাকার বাসিন্দা রাকিবুল ইসলাম তাঁর বাড়ি থেকে একটি মোবাইল ফোন চুরি যাওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগের ভিত্তিতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় মামলা নং ৮১৮/২০২৬, তারিখ ৩০.০৬.২০২৬, ধারা ৩০৩(২) ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) অনুযায়ী মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।তদন্তের সূত্র ধরে পুলিশ খোরপোরিয়া গ্রামের বাসিন্দা ৩১ বছর বয়সি নইমুল হককে গ্রেফতার করে।আদালতের নির্দেশে তাকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ২৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলির মধ্যে একাধিক চুরি যাওয়া ফোন রয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে,আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলি তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা,তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সাইবার হেল্প ডেস্ক চালু করল রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা - সাইবার প্রতারণার শিকার সাধারণ মানুষকে দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দিতে বড় উদ্যোগ নিল রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা।গত বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই জেলার সমস্ত থানায় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হল সাইবার হেল্প ডেস্ক।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিটি থানায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীদের নিয়ে গঠিত এই হেল্প ডেস্কে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তাৎক্ষণিক সহায়তা দেওয়া হবে।অনলাইন ব্যাংকিং ও ইউপিআই (ডড্ঞ্জজ্জ) জালিয়াতি, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড প্রতারণা,ওটিপি (OTP) ও কেওয়াইসি (KYC) জালিয়াতি, ভুয়ো বিনিয়োগ ও চাকরির প্রতারণা,সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাক,ভুয়ো প্রোফাইল তৈরি, হোয়াটসঅ্যাপ,ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম সংক্রান্ত প্রতারণা,অনলাইন শপিং জালিয়াতি,সেক্সটরশন,মোবাইল ফোন চুরি বা হারিয়ে যাওয়া সহ সমস্ত ধরনের সাইবার অপরাধে ক্ষতিগ্রস্তরা এই হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা পাবেন।পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাইবার প্রতারণার ঘটনা ঘটলে যত দ্রুত সম্ভব অভিযোগ জানানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।দ্রুত অভিযোগ দায়ের করলে প্রতারিত অর্থের লেনদেন আটকে দেওয়া এবং অর্থ উদ্ধারের সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায়।সাইবার হেল্প ডেস্কের যোগাযোগ নম্বর -
রায়গঞ্জ থানা , ৭০৬৩৫৯৩৫০১
ইটাহার থানা , ৭০৬৩৫৯৩৫০২
করণদিঘি থানা , ৭০৬৩৫৯৩৫০৩
হেমতাবাদ থানা , ৭০৬৩৫৯৩৫০৪
কালিয়াগঞ্জ থানা , ৭০৬৩৫৯৩৫০৫
মহিলা থানা , ৭০৬৩৫৯৩৫০৬
সাইবার ক্রাইম থানা, ৭০৬৩৫৯৩৫০৭

পাড়ুয়ায় ১৩ বছরের পুরনো খুনের মামলায় দোষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত

নিজস্ব সংবাদদাতা - হুগলির পাণ্ডুয়া থানা এলাকায় ১৩ বছর আগের একটি খুনের মামলায় অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল চুঁচুড়ার আদালত।বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) চুঁচুড়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক,১ম ফাস্ট ট্র্যাক আদালত অভিযুক্ত মেঘনাথ বাস্কেকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে এই রায় দেন।পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালের ১৩ জানুয়ারি গভীর রাতে পাণ্ডুয়া থানার শ্রীপালা গ্রামের বাসিন্দা সোম মান্ডির সঙ্গে পূর্ব শত্রুতার জেরে মেঘনাথ বাস্কে, সুখী মান্ডি ও ছত্র সোরেনের বচসা বাধে।অভিযোগ, তিন অভিযুক্ত মিলে সোম মান্ডিকে বেধড়ক মারধর করলে তিনি গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা তাঁকে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।পরদিন মৃতের স্ত্রী সাধনী মান্ডির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পাণ্ডুয়া থানায় ৩০৪/৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়।তদন্তভার গ্রহণ করেন তৎকালীন তদন্তকারী অফিসার এসআই আবিদ হাসান। তদন্তে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়।দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার শেষে আদালত মেঘনাথ বাস্কেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত ছয় মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়।মামলায় সরকারি আইনজীবী সুকান্ত চৌধুরীর সওয়াল,তদন্তকারী অফিসারের দক্ষ তদন্ত এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই আদালত এই রায় দিয়েছে বলে জানা গেছে।এই রায়ে নিহতের পরিবারের দীর্ঘদিনের ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে বলে মনে করছে তদন্তকারী মহল।

মহিলাদের নিরাপত্তায় বড়পদক্ষেপ,রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সব থানায় চালু হল উইমেন হেল্প ডেস্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা - মহিলাদের নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নকে আরও জোরদার করতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গত বৃহস্পতিবার ২ জুলাই রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার প্রতিটি থানায় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল উইমেন হেল্প ডেস্ক।পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত থানার পাশাপাশি রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার থানাগুলিতেও এই পরিষেবার সূচনা হয়।প্রতিটি থানায় গঠিত উইমেন হেল্প ডেস্কে একজন সাব-ইনস্পেক্টর এবং দুইজন কনস্টেবল দায়িত্ব পালন করবেন।মহিলাদের অভিযোগ গ্রহণ,সংবেদনশীলতার সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য শোনা,প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ প্রদান এবং দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণই হবে এই ডেস্কের প্রধান কাজ।এর ফলে মহিলারা আরও নিরাপদ ও আস্থার সঙ্গে থানায় নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারবেন।শুধু মহিলাদের অভিযোগের নিষ্পত্তিই নয়,প্রতিটি উইমেন হেল্প ডেস্ককে নিখোঁজ ব্যক্তি সংক্রান্ত মামলার উপর বিশেষ নজরদারির দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে।এ জন্য একটি পৃথক ডিজিটাল পোর্টাল চালু করা হয়েছে, যেখানে নিখোঁজ ব্যক্তিদের তথ্য বিশ্লেষণ করে ঘটনার প্রবণতা চিহ্নিত করা হবে। কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা এলাকায় এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটছে,তা শনাক্ত করে সেখানে লক্ষ্যভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।পুলিশ প্রশাসনের মতে,এই উদ্যোগ মহিলাদের জন্য আরও সহজলভ্য,মানবিক ও ভরসাযোগ্য পুলিশি পরিষেবা নিশ্চিত করবে।পাশাপাশি নিখোঁজ সংক্রান্ত মামলার দ্রুত তদন্ত,অপরাধ প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতেও উইমেন হেল্প ডেস্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

এনকোয়ারিতে কেউ অযোগ্য প্রমাণিত হলে তার আবেদন বাতিল করার অপশন থাকবে পোর্টালে,দিতে হবে টাকা ফেরত।

● আশা কর্মী,অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা,সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং প্যারা টিচাররা আপাতত পাবেন না অন্নপূর্ণা যোজনার টাকাছ।এছাড়াও সরকারি কর্মচারী,পেনশনভোগী এবং ইনকাম ট্যাক্স প্রদানকারী ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদেরও আপাতত দেওয়া হবে না অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা।

● গ্রেফতার জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি মেহেমুদ খাঁন।মারধর,তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত জামালপুরের দাপুটে তৃণমূল নেতা মেহমুদ খাঁনকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত।

● পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যু হল বারুইপুর কান্ডে অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মন্ডলের।পুলিশের বন্দুক ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

● সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী'র গাড়ির ওপর ডিম ছোঁড়ার তীব্র নিন্দা করছি।বাংলায় এই অপসংস্কৃতি বন্ধ হোক।

● যে সব প্রধান পঞ্চায়েতে আসছেন না তারা পঞ্চায়েতে না এলে প্রয়োজনে তাদের বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে তুলে আনা হবে,না হলে মানুষকে দিয়ে তাদের বাড়ি ঘেরাও করে ডিমের বদলে ইট ছোঁড়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক।ডিম ছোঁড়া আটকাতে হাইকোর্ট যেখানে কড়া বার্তা দিচ্ছে তখন রাজ্যের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী সাংবিধানিক পদে থেকে কি এভাবে উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলতে পারেন ? উঠছে প্রশ্ন।

● বারুইপুর কান্ডে অভিযুক্তদের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেবার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

● ধনেখালির ঘনরাজপুরে বেআইনিভাবে ডিভিসি'র খাল ভরাটের অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে উঠেছে তাদেরকেই মাটি সরাতে হবে,অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

● অভয়ার মা এখনও বিচার পাননি।তার মধ্যেই আবার বারুইপুরে ঘটে গেল নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের মতো নৃশংস ঘটনা।স্তম্ভিত বাংলা।

● নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে উত্তাল বারুইপুর।বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পুকুর থেকে উদ্ধার দেহ।বারুইপুরের ধপধপি ২ পঞ্চায়েতের সূর্যপুর হাট এলাকা।

● রাম মন্দিরের পর এবার বদ্রীনাথ মন্দিরেও প্রণামী চুরির অভিযোগ উঠল।কেন বিজেপি শাসিত রাজ্যেই মন্দিরে চুরি হচ্ছে ? বিজেপি এবং আরএসএসের লোকেরা মন্দির কমিটিতে থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মন্দিরের প্রণামী চুরি হচ্ছে ? উঠছে প্রশ্ন।প্রবল অস্বস্তিতে বিজেপি এবং আরএসএস নেতৃত্ব।

● গরু বিক্রি,হকার উচ্ছেদ সহ একাধিক ইস্যুতে বিজেপি থেকে মুখ ফেরাচ্ছে গ্রাম বাংলার গরীব খেটে খাওয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। সংখ্যালঘু মানুষও আজ বামপথে।দিন দিন ভিড় বাড়ছে লাল ঝান্ডার নিচে।

● ''গলায় গেরুয়া গামছা বেঁধে নিলেই কেউ সাধু হয়ে যায় না গো। চোর চোরই থাকে",বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী।

● ''কি নাম আজকের মুখ্যমন্ত্রীর ? কোন্ পার্টি করতো গো ? তৃণমূলের পার্টি করতো তো ? গোটা মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ,মালদা জুড়ে চাকরি বিক্রি করা থেকে লোককে মারা,খুন করা,নন্দীগ্রামে অত্যাচার করা, কারা করেছিল,কারা ? গলায় গেরুয়া গামছা বেঁধে নিলেই কেউ সাধু হয়ে যায় না গো। চোর চোরই থাকে। লুটেরা লুটেরাই থাকে,খুনি দাগি আসামী তাই থাকে", বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী।

● শাবল নিয়ে খবর আজ কাল পরশু পত্রিকার অফিসে ঢুকে পত্রিকা সম্পাদককে আক্রমণের চেষ্টার অভিযোগ। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল গুড়াপ থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করল পুলিশ।

● স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ গোষ্ঠীর মহিলাদের।ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘন্টা খানেক পর বিডিও'র আশ্বাসে ওঠে অবরোধ।বাঁকুড়ার ইন্দুপুর ব্লকের ভেদুয়াশোল এলাকার ঘটনা।

● অনলাইনে পরচা/খতিয়ানের জন্য আবেদন করলে আর দিতে হবে না টাকা,জানিয়ে দিল রাজ্য সরকার।

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and Printing Press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103